২। হিউমের প্রথম পরিচ্ছেদের আলোচনার মূল বক্তব্য বিষয় ঃ

হিউম আলোচনার শুরুতে দু ধরনের দর্শনের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। একটা হল সহজ এবং স্পষ্ট দর্শন। অপরটি হল দুর্বোধ্য এবং জটিল দর্শন। প্রথম ধরনের দর্শন মানুষকে কর্মশীল হিসাবে চিত্রিত করে। দ্বিতীয় ধরনের দর্শন হল মননধর্মী এবং অমূর্ত। প্রথম ধরনের দর্শন ব্যবহারিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। সহজ এবং স্পষ্ট দর্শনের তুলনায় দুর্বোধ্য বা জটিল দর্শনের স্থায়ীত্ব কম হলেও, সহজ এবং স্পষ্ট ও দুর্বোধ্য এবং অমূর্ত উভয় ধরনের দর্শনেরই মানুষের জীবনে প্রয়োজন রয়েছে। একটি অপরটির দোষ-ত্রুটিকে ঢেকে দিতে পারে। একটি অপরটির পরিপূরক। দুই-এর মধ্যে সমন্বয় সাধনের বিষয়টি মানুষের প্রকৃতির উপরই প্রতিষ্ঠিত। কেননা মানুষ জীব হিসাবে ক্রিয়াশীল এবং মননশীল উভয়ই। মানুষ বিজ্ঞানের চর্চা করবে, কিন্তু সেই বিজ্ঞানের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক থাকা প্রয়োজন। আবার শুধুমাত্র অমূর্ত চিন্তনের অনুশীলনও যুক্তিযুক্ত নয়, কেননা এই ধরনের চিন্তন চিন্তাপ্রসূত এক বিষণ্ণতা এবং অন্তহীন নিশ্চয়তা সৃষ্টি করে। হিউম দুই চরম সীমাকে এড়িয়ে মধ্যপন্থা অনুসরণ করার কথা বলেছেন অর্থাৎ তাঁর মতে নিখুঁত চরিত্রের ব্যক্তিকে, বিষণ্ণ দার্শনিক এবং অজ্ঞ

Scanned by CamScanner

সাধারণ ব্যক্তি—এই দুই চরম সীমাকে এড়িয়ে দুই-এর মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থান করতে হবে।

এরপর হিউম প্রশ্ন তুলেছেন, অধিবিদ্যায় অমূর্ত সূক্ষ্ম যুক্তিতর্ক আছে বলে, তাকে বাতিল করা কি যুক্তিসঙ্গত? হিউমের মতে সহজ এবং স্পষ্ট দর্শনের পক্ষে অমূর্ত যুক্তিতর্ককে বর্জন করা সম্ভব নয়। যথাযথ এবং অমূর্ত দর্শন সহজ এবং স্পষ্ট দর্শনের সুনিশ্চিত ভিত্তি যুগিয়ে দেয়। কাজেই অমূর্ত যুক্তিতর্ক বা অমূর্ত চিন্তনের সহায়তায় সহজ ও স্পষ্ট দর্শন যথাযথ হয়ে উঠতে পারে।

অধিবিদ্যা বা অমূর্ত দর্শনের বিরুদ্ধে দুর্বোধ্যতার অভিযোগ আনা হয়। বলা হয় এই দুর্বোধ্যতা ক্লান্তিকর, কষ্টকর এবং ভ্রমের উৎস। বলা হয় অধিবিদ্যা বিজ্ঞান পদবাচ্য নয়, অধিবিদ্যা এমন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে যা মানুষের বোধের পক্ষে দুরধিগম্য। লৌকিক কুসংস্কার থেকে অধিবিদ্যার উদ্ভব। অধিবিদ্যা সুযুক্তির মাধ্যমে নিজের বক্তব্য বিষয়কে উপস্থাপিত করতে ব্যর্থ হয়ে দুর্বোধ্য বক্তব্যের মাধ্যমে বিষয়বস্তুকে উপস্থাপিত করতে চায়। প্রশ্ন হল, তাহলে কি অধিবিদ্যাকে বর্জন করাই যুক্তিসঙ্গত?

হিউম তা মনে করেন না। হিউমের মতে সর্বপ্রথমে প্রয়োজন মানুষের বোধ-শক্তির প্রকৃতি বা স্বরূপ সম্পর্কে আন্তরিকভাবে অনুসন্ধান কার্য চালান এবং মানুষের বোধ শক্তির ক্ষমতা এবং সামর্থ্যের যথাযথ বিশ্লেষণের দ্বারা প্রমাণ করা যে মানুষের বোধ শক্তি সুদুর দুর্বোধ্য বিষয়ের আলোচনার জন্য মোটেই উপযুক্ত নয়। হিউম মনে করেন যে, যথার্থ অধিবিদ্যার অনুশীলনের প্রয়োজন আছে কেননা তার দ্বারাই মিথ্যা এবং কৃত্রিম অধিবিদ্যাকে পরিহার করা সম্ভব হবে। সুনির্দিষ্ট এবং যথাযথ যুক্তিবিচারই দুর্বোধ্য দর্শনের বিনাশ সাধনে সক্ষম।

হিউম মানুষের প্রকৃতির ক্ষমতা এবং বৃত্তির যথাযথ অনুসন্ধানের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মনের বিভিন্ন ক্রিয়াকে জানা, তাদের পরস্পরের থেকে পৃথক করা, তাদের যথাযথ শিরোনামার অধীনে শ্রেণীভুক্ত করার প্রয়োজন আছে। যখন তাদের মনন এবং অনুসন্ধানের বিষয়ে করা হবে তখন তাদের মধ্যে যে আপাতঃপ্রতীয়মান বিশৃঙ্খলা পরিলক্ষিত হয় তা সংশোধন করার উপরও হিউম গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মনের ক্রিয়ার ক্ষেত্রে তাদের পরস্পরের থেকে পৃথক করা এবং তাদের সুবিন্যস্ত করার যে কাজ তা খুবই মূল্যবান। একে হিউম মানসিক ভূগোল নামে আখ্যাত করেছেন অর্থাৎ এই হল মনের বিভিন্ন অংশ এবং ক্ষমতার বর্ণনা। হিউম বলেন যে, এই কাজ করা থেকে যদি আর বেশীদূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব না হয়, তাতেও ক্ষতি নেই।

Scanned by CamScanner

হিউম বলেন যে, যত্নের সঙ্গে দর্শনের গবেষণা করা হলে, গবেষণার ব্যাপারে অনেক দূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হবে এবং গবেষণার ফলে মানুষের মন যে গোপন উৎস ও নীতির মাধ্যমে ক্রিয়া করে সেইগুলিকে আবিষ্কার করা সম্ভব হবে।

আলোচনা ঃ ইতিপূর্বে আমরা এন্টনী ফ্লুর বক্তব্যের কথা উল্লেখ করেছি যে, 'Treatise' গ্রন্থের ভূমিকা এবং 'Enquiry' গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদ, এই দুই-এর তুলনা করলে দুটি গ্রন্থের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমরা অবহিত হতে পারব।

'Treatise' গ্রন্থের ভূমিকার শুরুতে দেখি 'দর্শন এবং বিজ্ঞানে' একটা বিশৃঙ্খল অবস্থা, মতের অনৈক্য এবং অস্থায়ীত্ব বা পরিবর্তনশীলতার অর্থাৎ কিনা, একটা দৃঢ়তার অভাবের বলিষ্ঠ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। হিউম বলতে চেয়েছেন যে, সবরকম অধিবিদ্যা বিষয়ক যুক্তিতর্কের বিরুদ্ধে সাধারণের যে বিদ্বেষ তার উৎস হল উপরিউক্ত অবস্থা। অধিবিদ্যাবিষয়ক যুক্তি বলতে, যারা এর বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করেন, তাঁরা মনে করেন যা কিছু দুর্বোধ্য বা জটিল এমন ধরনের প্রতিটি যুক্তি। কিন্তু হিউম বলেন যে সত্যকে জানা বা উপলব্ধি করা যদি একান্তই মানুষের পক্ষে সম্ভব হয় অর্থাৎ সত্যতা কে জানা যদি মানুষের সামর্থ্যের নাগালের মধ্যে থাকে, তাহলে এটা সুনিশ্চিত যে সেই সত্যের নাগাল পাওয়া যাবে খুবই গভীরে ও জটিলতার মধ্যে এবং যদি মনে করা যায় যে কোন কষ্ট না করেই আমরা এই সত্যের নাগাল পাব, যেখানে অনেক বড় বড় প্রতিভাবান ব্যক্তি অনেক কষ্ট স্বীকার করেও তাকে পেতে ব্যর্থ হয়েছেন, সেক্ষেত্রে আমাদের এই ধারণা হবে দাম্ভিকতা এবং ধৃষ্টতার পরিচয়। হিউম 'Treatise'-এর ভূমিকায় বলেন যে, সব বিজ্ঞানেরই কম বেশী মানুষের প্রকৃতির (human nature)-এর সঙ্গে একটা সম্পর্ক আছে। যুক্তিবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান, সমালোচনাশাস্ত্র এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সঙ্গে অন্যান্য বিজ্ঞানের তুলনায় মানুষের প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক অনেক ঘনিষ্ট কিন্তু এমন কি গণিত, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং প্রত্যাদেশ-নিরপেক্ষ ধর্ম মানুষের জানার ক্ষমতার উপর নির্ভর। তারা মানুষের জ্ঞানের উপর নির্ভর এবং মানুষের জানার ক্ষমতা বা জ্ঞানের বৃত্তির দ্বারাই তাদের বিচার হয়। হিউম বলেন যে, মানুষের বোধের সীমা এবং ক্ষমতার সঙ্গে পরিপূর্ণভাবে পরিচিত না হলে এবং যে ধারণাগুলি আমরা প্রয়োগ করি সেইগুলির স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে সমর্থ না হলে এটা বলা সম্ভব নয় যে এই সব বিজ্ঞানে আমরা কি পরিবর্তন এবং উন্নতি সাধন করতে পারি। হিউম বলেন এই তিন শাস্ত্রের ব্যাপারে যদি এই অবস্থা, তাহলে যুক্তিবিজ্ঞান, নীতিশাস্ত্র, সমালোচনা শাস্ত্র এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্পর্কে উপরিউক্ত যুক্তি প্রয়োগ কতখানি না সার্থক হতে পারে। কাজেই প্রয়োজন এক বলিষ্ঠ পরিকল্পনার—সেটা হল এ যাবৎ

Scanned by CamScanner

আমরা যে বিরক্তিকর এবং ক্লান্তিকর পথের অনুসরণ করেছি, দার্শনিক গবেষণায় সাফল্য লাভ করতে হলে তাকে বর্জন করা। এই সব বিজ্ঞানের যেটি কেন্দ্রীয় বিষয় অর্থাৎ মানুষের প্রকৃতি তার আলোচনাতে অগ্রসর হওয়া। ভূমিকার উপসংহারে একটা পদ্ধতির পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করা হয়েছে সেটা হল **অভিজ্ঞতাভিত্তিক পদ্ধতি**। এই পদ্ধতি অভিজ্ঞতা এবং পর্যবেক্ষণের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ ছাড়াও যে বিষয়ের কথা বলা হয়েছে তাহল প্রাকৃতিক এবং নৈতিক (অর্থাৎ কিনা ,মনুষ্য বিষয়ক) বিজ্ঞানের তুলনা।

হিউমের **'Enquiry'** গ্রন্থে এই ধরনের কোন ভূমিকা নেই। **'Treatise'** গ্রন্থের ভূমিকার সঙ্গে **'Enquiry'** গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদের আলোচ্য বিষয়ের অংশ বিশেষের সঙ্গে কিছুটা সঙ্গতি দেখা যায়। হিউম নীতিদর্শন বা মানুষের প্রকৃতির বিজ্ঞান (science of human nature) নিয়ে কাজ করার দুটি উপায়ের মধ্যে প্রভেদ করেছেন। প্রথমটি মনে করে মানুষ কাজের জন্যই জন্ম গ্রহণ করেছে। রুচি এবং আবেগের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মানুষ কখনও একটিকে অনুসরণ করছে এবং অপরটিকে এড়িয়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয়টি মানুষের প্রকৃতিকে মননের বিষয়বস্তুরূপে গণ্য করে এবং সামান্য কিছু পরীক্ষার পর, আমাদের বোধশক্তিকে যে নীতিগুলি নিয়ন্ত্রিত করে সেইগুলিকে নিরূপণের জন্য সচেষ্ট হয়। তাদের এই পরিশ্রমের উদ্দেশ্য হল কিছু গোপন সত্য আবিষ্কার করার জন্য সচেষ্ট হওয়া যা উত্তরসূরীদের শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছু অবদান রেখে যেতে পারে।

কাজেই **'Enquiary'**-এর প্রথম পরিচ্ছেদে হিউম দু'ধরনের দর্শনের মধ্যে পার্থক্য করেছেন—একটা হচ্ছে সহজ এবং স্পষ্ট দর্শন (easy and obvious philosophy) এবং অপরটি হচ্ছে জটিল বা দুর্বোধ্য দর্শন (abtruse philosophy)। প্রথমটির লক্ষ্য হল ব্যবহারিক উদ্দেশ্য সিদ্ধি এবং দ্বিতীয়টি হল অমূর্ত এবং মননধর্মী। হিউম এই দুই ধরনের দর্শনের গুণ বিচার বা মূল্যায়নের পার্থক্য করতে গিয়ে বলেন 'সিসিরোর খ্যাতি বর্তমানেও বেড়ে চলেছে, কিন্তু অ্যারিস্টটলের খ্যাতি একেবারেই লোপ পেয়েছে।' অমূর্ত যুক্তিতর্কের অসুবিধা সম্পর্কে হিউম সচেতন কিন্তু দুর্বোধ্য অমূর্ত দর্শনের বিরুদ্ধে যে সমালোচনা সাধারণ মানুষ করে থাকে, তিনি তার হাত থেকে এই অমূর্ত জটিল দর্শনকে রক্ষা করতে ব্যগ্র এবং অযথার্থ অধিবিদ্যার তুলনায় যথার্থ অধিবিদ্যার ভিত্তি প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী। অবশ্য মানুষের জীবনে যে প্রথম ধরনের দর্শনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আছে তাকে তিনি অস্বীকার করেননি। হিউমের মতে মানুষের দু'ধরনের দর্শনেরই প্রয়োজন আছে। একটি অপরটির দোষ ত্রুটিকে ঢেকে দেবে। সোজা কথায়, একটি হবে অপরটির পরিপূরক। তাই হিউমের মতে 'নিছক দার্শনিক'

Scanned by CamScanner

(mere Philosophy) এবং 'নিছক অজ্ঞ' (mere ignorant), দু'জনের কাউকেই সমর্থন করা চলে না এবং আসল উপায় হল, মধ্য পন্থা অনুসরণ করা।

হিউম যে দু'ধরনের দর্শনের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে চান, তার মূলে রয়েছে মানুষের প্রকৃতি সম্পর্কে তার ধারণা। হিউম বলেন যে, মানুষ যেমন বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন জীব তেমনি সামাজিক জীবও বটে এবং মানুষ কর্মশীল। তার প্রকৃতির মধ্যে মননশীলতা এবং কর্মস্পৃহা এই দুই-এর মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। কাজেই মানুষের পক্ষে সেই জীবনই সবচেয়ে ভাল যাতে এই দুই মনোভাবের একত্র মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। প্রকৃতির জবানীতে দু'ধরনের জীবনের যে পার্থক্যের কথা হিউম উল্লেখ করেছেন তার মূল বক্তব্য হল, অমূর্ত চিন্তন এবং যুক্তিতর্কের সঙ্গে জীবনের মানবিক এবং সামাজিক দিককে একত্র সংযুক্ত করতে হবে। জটিল যুক্তিতর্ক এবং গভীর গবেষণা এক চিন্তামূলক বিষণ্ণতা মনে জাগিয়ে তোলে, এক সীমাহীন অনিশ্চয়তার মধ্যে মানুষকে ঠেলে দেয়। এই বিষণ্ণ দার্শনিকের জীবন কাম্য নয়। আবার সাধারণ অজ্ঞ লোকের জীবনও শ্রেয়ঃ নয়। কাজেই এই দুই চরম সীমাকে এড়িয়ে মধ্য পথে চলাই যুক্তিসঙ্গত। 'দার্শনিক হও, কিন্তু তোমার সব দর্শনের মাঝেও মানুষ হও' (Be a Philosopher, but amidst all your philosophy be still a man)। প্রকৃতির মুখ দিয়ে হিউম এই সতর্কতাবাণী উচ্চারণ করেছেন।

হিউম যথার্থ এবং জটিল দর্শনের পক্ষ সমর্থন করেছেন এবং তা করতে গিয়ে কতকগুলি যুক্তি দিয়েছেন। প্রথমতঃ, তিনি শবব্যবচ্ছেদবিদ্যা (anatomy)-র সঙ্গে তুলনা করে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন, যার কথা তিনি তাঁর 'Treatise' গ্রন্থের শেষেও ব্যক্ত করেছেন। শারীরবিষয়ক জ্ঞান যেমন চিত্রকরের পক্ষে প্রয়োজন, তেমনি মনস্তাত্ত্বিক শবব্যবচ্ছেদবিদ্যা কিছু মাত্রায় তাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় যারা সাফল্যের সঙ্গে জীবনের স্পষ্ট এবং বাহ্য দিকটিকে বর্ণনা করতে চায়। দ্বিতীয়তঃ, যে-কোন কলা বা পেশায় বিশেষ করে যেগুলির সঙ্গে জীবন বা কার্যের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক বর্তমান, একটা সুনির্দিষ্টতার মনোভাব যদি অর্জন করা যায় তা ভাল এবং এই মনোভাব যদি সতর্কতার সঙ্গে অনুশীলন করা যায় তা ক্রমশঃ ধীরে ধীরে সমগ্র সমাজের মধ্যে নিজেকে ছড়িয়ে দেবে। তৃতীয়তঃ, জটিল দর্শনের অনুশীলন যদি হয় শুধুমাত্র নির্দোষ কৌতূহল পরিতৃপ্তি এবং এই দর্শন অধ্যয়নে যদি আর কোন সুবিধা লাভ নাও হয়, তবু একে অগ্রাহ্য করা উচিত নয়।

এর পর হিউম অধিবিদ্যার বিরুদ্ধে যে সমালোচনা করা হয় তার সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন যে সাধারণতঃ অধিবিদ্যার সমালোচনা করতে

Scanned by CamScanner

গিয়ে বলা হয় যে, এর অধিকাংশ অংশ যথার্থ বিজ্ঞান পদবাচ্য নয়। বরং অধিবিদ্যা মানুষের অহংকার বোধ থেকে উদ্ভূত অফলপ্রদ প্রচেষ্টারই পরিণতি। কেননা অধিবিদ্যা এমন বিষয়ের আলোচনার মধ্যে প্রবেশ করতে চায় যা মানুষের বোধগম্য নয়। অধিবিদ্যা অনিশ্চয়তা এবং ভ্রান্তির উৎস। অধিবিদ্যা এমন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান দান দিতে চায় যা মানুষের বোধকে অতিক্রম করে যায়, এবং পূর্বসংস্কার ও ধর্মীয় কুসংস্কারের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ে। আধিবিদ্যক আলোচনা যে অতীন্দ্রিয় বিষয়ের আলোচনা এবং এই আলোচনা যে অনেক ক্ষেত্রে অসঙ্গতিপূর্ণ হয়ে ওঠে, হিউম এমন কথা অস্বীকার করেন না। কিন্তু সেই কারণে হিউম মনে করেন না যে অধিবিদ্যাকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করা উচিত। এণ্টনী ফ্লু বলেন, 'অধিবিদ্যার অধিকাংশ অংশের বিরুদ্ধে যে আভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে, যাকে যথার্থ এবং আপাতঃদৃষ্টিতে যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করা হয় তাকে এক যুডোর চালে অন্য এক ধরনের সীমিত অধিবিদ্যক অনুসন্ধান কার্যে আত্মনিয়োগের সমর্থনে রূপান্তরিত করা হল। জটিল অধিবিদ্যার প্রশ্নের জালে জড়িয়ে না পড়ে আমাদের উচিত হবে মানুষের বোধশক্তির প্রকৃতি সম্পর্কে অনুসন্ধান কার্য চলান এবং মানুষের বোধশক্তির ক্ষমতা এবং সামর্থ্যের বিশ্লেষণ করে দেখান যে মানুষের বোধশক্তি, এমন জটিল এবং মানুষের বোধশক্তি থেকে এত দূরে অবস্থিত বিষয়ের আলোচনার পক্ষে উপযুক্ত নয়। মিথ্যা এবং কৃত্রিম অধিবিদ্যার হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে আমাদের যথার্থ অধিবিদ্যা অনুশীলনের জন্য উপরিউক্ত কষ্ট স্বীকার সমর্থনযোগ্য। সুনির্দিষ্ট এবং যথাযথ যুক্তিতর্ক সব মানুষের পক্ষে এবং সব মনোভাবের পক্ষে একমাত্র উদার প্রতিকার ব্যবস্থা এবং সুনির্দিষ্ট ও যথাযথ যুক্তিতর্কই মিথ্যা অধিবিদ্যাকে যথার্থ অধিবিদ্যা থেকে পৃথক করতে পারে।

অধিবিদ্যার আলোচনাকে সম্পূর্ণ ভাবে বর্জন করা উচিত নয়

এণ্টনী ফ্লু মন্তব্য করেছেন যে হিউমের এইসব বক্তব্য লক (*Locke*) তাঁর 'Essay concerning Human understanding'-এ তাঁর যে কর্মসূচীর কথা ঘোষণা করেছেন তাঁরই প্রতিধ্বনি করছে, কিন্তু যে রকম দৃঢ়ভাবে হিউম তাঁর বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন তা হিউমেরই বৈশিষ্ট্য, লকের নয়।

একথা ঠিক যে 'Treatise' মানুষের বোধের সীমা এবং শক্তির সঙ্গে পরিপূর্ণভাবে পরিচিত হয়ে গণিত, প্রাকৃতিক দর্শন এবং অপ্রত্যাদিষ্ট ধর্মের ক্ষেত্রে পরিবর্তন এবং উন্নতির কথা বলেছেন। কিন্তু সদর্থক অজ্ঞেয়তাবাদের ভিত্তিকে সুনিশ্চিত করার জন্য বোধের সীমারেখা সম্পর্কে অনুসন্ধানের যে পরিকল্পনা, যা বর্তমান গ্রন্থের অর্থাৎ Enquiary-র পরিকল্পনা, তা Treatise-র পরিকল্পনা ছিল না।

Scanned by CamScanner

এই নঞর্থক উপকার সাধন করা ছাড়াও 'Enquiary'-র অনুসন্ধান কার্যের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে। এটি মনের একটি ভৌগোলিক পরিচয় (mental geography) দিতে চায় অর্থাৎ মনের ভিন্ন ভিন্ন অংশ এবং তাদের শক্তি নিরূপণ করতে চায়। কাজেই 'Enquiry'-র একটা বিশেষ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের কথা আমরা জানতে পারছি সেটা হল, মানুষের প্রকৃতিতে যে বৃত্তি ও শক্তি নিহিত আছে সুনির্দিষ্টভাবে তাকে খুঁটিয়ে দেখা, মনের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপকে জানা, তাদের পরস্পরের থেকে পৃথক করা, তাদের নির্দিষ্ট শিরোনামায় শ্রেণীভুক্ত করা, এবং তাদের মধ্যকার যে আপাতপ্রতীয়মান বিশৃঙ্খলা এবং অসঙ্গতি তার সংশোধন করা—সকল তাদের মনন এবং অনুসন্ধানের বিষয় করা হবে। একেই হিউম মনের ভৌগোলিক পরিচয় নির্ধারন বলে নির্দেশ করেছেন। হিউম যে উদাহরণের সাহায্যে মানসিক ভূগোলের পরিচয় দিয়েছেন তা থেকে বোঝা যায় তার মানসিক ভূগোল রাইল (*Ryle*)-এর যুক্তিবিজ্ঞানসম্মত ভূগোলের (logical geography) কাছাকাছি এসে গেছে।[1] কিন্তু মনের ভৌগোলিক পরিচয় নিরূপণ করা ছাড়াও হিউম বলেন যে, আমরা আরও অনেক কিছু প্রত্যাশা করতে পারি। যদি সতর্কতার সঙ্গে দর্শনের অনুশীলন করা হয় এবং জনসাধারন যদি এর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে তাহলে সেটি আরও বেশী উৎসাহব্যঞ্জক হবে, তাহলে দর্শন তার গবেষণাকে আরও এগিয়ে নিয়ে গিয়ে কিছু মাত্রায় আবিষ্কার করতে সক্ষম হবে—মানুষের মনের সেই গোপন উৎস এবং নীতিগুলিকে, যার দ্বারা মানুষ তার কাজে প্রণোদিত হয়।

ফ্লুর মতে 'Enquiary-র' এই নূতন কর্মসূচী এবং Treatise-এর কর্মসূচীর মধ্যে যে পার্থক্য তা খুবই সূক্ষ্ম। বিভিন্ন ধরনের অনুসন্ধানের প্রকৃতি, পূর্বস্থিত ধারণা এবং সীমারেখা সম্পর্কীয় প্রশ্নের উপর Enquiry-তে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। Euquiary-র নতুন পরিচ্ছেদগুলি এই সব প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেছে।

'নরমেন কেম্প স্মিথ তাঁর 'The Philosophy of David Hume' গ্রন্থে 'Enquiry'-র একটি কর্মসূচীর কথার উল্লেখ করেছেন। এই কর্মসূচী হল মানুষের বোধশক্তির প্রকৃতি সম্পর্কে অনুসন্ধান করা এবং সকল কিছুকে অভিজ্ঞতার পরীক্ষার জন্তে হাজির করা। 'হিউমের বক্তব্য': 'এটা সুখের ব্যাপার, যদি আমরা বিভিন্ন ধরনের দর্শনের সীমারেখাকে যুক্ত করতে পারি, গভীর অনুসন্ধান কার্যকে সুস্পষ্টতা

Scanned by CamScanner

এবং সত্যতাকে অভিনবত্বের সঙ্গে সমন্বিত করে, আমরা আরও সুখী হতে পারি, যদি এই ভাবে যুক্তিতর্ক করতে করতে আমরা যে দুর্বোধ্য জটিল দর্শন যা এতদিন ধরে কুসংস্কারকে আশ্রয় দিয়েছে এবং অসঙ্গতি ও ভ্রমকে ঢেকে রেখেছে, তার ভিত্তিকে দুর্বল করে দিতে পারি।'

অনেকেই মনে করেন যে, Enquiry-র প্রথম পরিচ্ছেদ তাঁর সমগ্র গ্রন্থের ভূমিকা স্বরূপ। কাজেই স্বাভাবিকভাবে আমরা আশা করব যে এই পরিচ্ছেদে তিনি তাঁর লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছু বলবেন এবং কি পদ্ধতি তিনি অনুসরণ করবেন সেটা ঘোষণা করবেন।

হিউমের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমরা অনেক কথাই ইতিপূর্বে বলেছি। তাঁর লক্ষ্য হল মানুষের প্রকৃতির ক্ষমতা এবং বৃত্তি সম্পর্কে যথাযথ পরীক্ষণকার্য (accurate scrutiny into the powers and faculties of human nature), মনের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপকে জানা, তাদের পরস্পর থেকে পৃথক করা, তাদের শ্রেণীবদ্ধ করে যথাযথ শিরোনামার অধীনস্থ করা। এর ফলে এদের সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হবে; এদের সম্পর্কে এলোমেলো বিশৃঙ্খল জ্ঞানকে দূর করা সম্ভব হবে। একেই হিউম বলেছেন একটা মানসিক ভূগোল গঠন করা।

পদ্ধতি সম্পর্কে, যে অভিজ্ঞতাভিত্তিক পদ্ধতির তিনি সমর্থক তাঁর সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে এই পরিচ্ছেদে তিনি কিছুই বলেন নি। পদ্ধতি সম্পর্কে প্রথম পরিচ্ছেদে তিনি কি বলেছেন দেখা যাক: প্রথম পরিচ্ছেদে যথাযথ অধিবিদ্যা থেকে কৃত্রিম অধিবিদ্যাকে পৃথক করার জন্য তিনি দুটি পদ্ধতির কথা বলেছেন। প্রথমটি হল সুনির্দিষ্ট এবং যথাযথ যুক্তিপদ্ধতি (accurate and just reasoning) এবং দ্বিতীয়টি হল মানুষের মনের বৃত্তি ও ক্ষমতার সমালোচনামূলক পরীক্ষণ। কিন্তু অন্যান্য পরিচ্ছেদে তিনি পদ্ধতির ব্যাপারে আরও দু'চারটি কথা বলেছেন। যেমন—তিনি অন্তর্দর্শনমূলক বিশ্লেষণ পদ্ধতির (introspective analysis) কথা বলেছেন যাকে তিনি নতুন দূরবীক্ষণযন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এই পদ্ধতি হল ধারণার বিশ্লেষণ। যেমন—'কার্যকারণ ধারণা', 'অসততা', 'অস্তিত্ব' এইসব ধারণাকে বিশ্লেষণ করে দেখা। এই বিশ্লেষণের দুটি স্তর আছে—প্রথমতঃ, জটিল ধরণাকে তার সরল উপাদানে বিভক্ত করা এবং দ্বিতীয়তঃ, সরল ধারণাগুলি কোন্ সরল ইন্দ্রিয়জ (simple impressions) থেকে উদ্ভূত সেটি নিরূপণ করা। এই পদ্ধতির যে একটা বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে সেই সম্পর্কে হিউমের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, অসদাচার (vice)-এর একটা সাধারণ ধারণা করার অর্থ হল বিশেষ ধরণের কাজের অসংখ্য

Scanned by CamScanner

বিশেষ চিত্র গঠন করতে সমর্থ হওয়া। যে বিশেষ কাজগুলি সাদৃশ্যবশতঃ পরস্পরের সঙ্গে অনুষঙ্গবদ্ধ এবং সবগুলিই 'অসদাচার' এই শব্দের সঙ্গে রীতি বা সংস্কারবশতঃ অনুষঙ্গবদ্ধ। কাজেই একটি জটিল সাধারণ ধারণাকে বিশ্লেষণ করতে হলে আমরা ঐ ধারণার পরিসরের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে এমন অসংখ্য বিশেষ ধারণাকে মনে জাগিয়া তুলে তাদের পরস্পরের সঙ্গে তুলনা করব এবং দেখব তাদের মধ্যে সাধারণ বিষয় কোন্‌টি। এই পদ্ধতির সঙ্গে জে. এস্. মিলের পরীক্ষণ পদ্ধতি অন্বয়ী পদ্ধতির একটা আকারগত সাদৃশ্য আছে। আবার আমরা দেখতে পাই যে একটি মাত্র সরল ধারণা বা একাধিক ধারণা আছে, একটি জটিল চিত্র থেকে যাদের বাদ দেওয়া হলে 'অসদাচার'—এই ধারণা গঠন করা যায় না, কিন্তু যাকে অন্তর্ভুক্ত করে নিলে ধারণাটি গঠন করা যায়। এটির সঙ্গে মিলের ব্যতিরেকী পদ্ধতির মিল লক্ষ্য করা যায় ।এছাড়াও হিউম আর একটি পদ্ধতির কথা ব্যক্ত করেছেন সেটি হল, দ্ব্যর্থবোধক বা অনিশ্চিত শব্দসমষ্টি, যা বিতর্কের সৃষ্টি করে, তাদের বোধগম্য সংজ্ঞার্থ নিরূপণ করা; যেমন—ইচ্ছার স্বাধীনতার ধারণা। এইসব পদ্ধতি বিষয়ক নীতি একথাই প্রমাণ করে যে হিউমের দর্শনে অভিজ্ঞতামূলক, বুদ্ধিবিষয়ক, সমালোচনামূলক প্রভৃতি নানা ধরনের উপাদান রয়েছে। হিউম একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ না করে প্রয়োজনমত ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করা যুক্তিযুক্ত মনে করেছেন।

বেসন্ (***Basson***) এই প্রসঙ্গে বলেন, "যখন আমরা কোন একজন দার্শনিককে বুঝতে চাই, একটা ভাল পরিকল্পনা হল তাঁকে জিজ্ঞাসা করা, তাঁর লক্ষ্য কি এবং ঐ লক্ষ্য অনুসরণ করার জন্য কি পদ্ধতি তিনি ব্যবহার করছেন। অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রে এই লক্ষ্য বা পদ্ধতির ব্যাপারগুলিকে যেমন আমরা পূর্ব থেকেই ধরে নিতে পারি, দর্শনের ক্ষেত্রে তা পারি না। হিউম হয়ত প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত জবাব দেবেন যে তাঁর লক্ষ্য ছিল আমূল পরিবর্তন (**revolutionary**) এবং অন্যান্য ব্যক্তি যাঁরা আমূল পরিবর্তন আনতে চান তাঁদের মতন তিনি যে-কোন পদ্ধতি, যা তাঁর সামনে এসে উপস্থিত হয়, তাকেই ববহার করতে প্রস্তুত[1] ।

Scanned by CamScanner